



87749 - নামায ভঙ্গরে কারণসমূহরে তালিকা

প্রশ্ন

নামায ভঙ্গরে কারণগুলো কি সীমাবদ্ধ? যদি সীমাবদ্ধ হয় দয়া করে আপনারা সগুলো উল্লেখ করবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

নামায ভঙ্গরে কারণগুলো সুনর্দিষ্ট। কোন কোন কারণে ব্যাপারে ফকাহ-বিশেষজ্ঞ আলমেদরে মতভেদে কারণে এর সংখ্যা কমবেশি হয়। কারণগুলো নম্নরূপ:

১। যা কিছু পবিত্রতাকে নষ্ট করে; যমেন- হাদাছ (বায়ু, মলমুত্র ত্যাগ) এবং উটরে গাশত খাওয়া।

২। ইচ্ছাকৃতভাবে সতর উন্মোচন করা। কিন্তু অনিচ্ছাকৃতভাবে উন্মোচতি হয়ে গেলে এবং উন্মোচতি অংশ সামান্য হলে কথিবা বেশি হলেও সাথে সাথে ঢেকে ফলেলে— নামায বাতলি হবে না।

৩। কবিলার দকি থেকে অনেকেটুকু ঘুরে যাওয়া।

৪। শরীরে, পোশাকে বা নামাযের স্থানে নাপাকি থাকলে। যদি নামাযের মধ্যহে সটে জানতে পারে বা স্মরণ হয় এবং তৎক্ষণাৎ সটে দূর করে ফলে তাহলে তার নামায সহি। আর যদি নামায শেষ করার আগে জানতে না পারে; সক্ষেত্রেও নামায সহি।

৫। কোন জরুরত ছাড়া নামাযের মধ্যহে অবরাম নড়াচড়া করা।

৬। নামাযের কোন একটা রুকন বাদ দয়া; যমেন রুকু বা সজেদা।

৭। ইচ্ছাকৃতভাবে কোন একটা রুকন বাড়ানো; যমেন রুকু।

৮। ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযের কোন একটা রুকন অন্য একটা রুকনের আগে সম্পাদন করা।

৯। নামায পরপূর্ণ করার আগহে ইচ্ছাকৃতভাবে সালাম ফরোনো।

১০। তলোওয়াতকালে ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ পরিবর্তন করা।



১১। ইচ্ছাকৃতভাবে, স্মরণে থাকা সত্ত্বেও নামাযের কোন একটি ওয়াজবি ছেড়ে দিয়ে; যমেন- প্রথম তাশাহুদ। স্মরণে না থাকার কারণে ঘটলে নামায শুদ্ধ হবে; তবে সাহু সজেদা দিতে হবে।

১২। নয়িত কর্তন করা (তা এভাবে যে, নামায ছেড়ে দেয়ার নয়িত করা)।

১৩। অট্টহাসি দিয়ে। তবে মুচকি হাসি নামায নষ্ট করবে না।

১৪। সজ্ঞানে ও স্মরণে থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে কথা বলা। তবে ভুলে কথিবা অজ্ঞেতাবশতঃ বললে নামায নষ্ট হবে না।

১৫। আহার ও পান করা।

দখুন: শাইখ মারঈ বনি ইউসুফ আল-হাম্বলির রচিতি 'দাললিত তালবি লি নাইলি মাতালবি' (পৃষ্ঠা-৩৪)

এবং শাইখ বনি বায়ের রচিতি 'দুরুসুন মুহম্মাহ'।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।